গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)
১৫৩, পাইওনিয়ার রোড, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
www.bomd.gov.bd

২০২০-২০২১ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (National Integrity Strategy) কর্মপরিকল্পনার ৮.৬ ক্রমিকের আওতায় আয়োজিত গণশুনানির কার্যবিবরণী।

| | |
|---|---|
| সভাপতি | মোঃ নুরুন্নবী<br>মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) |
| সভার তারিখ | ২১ জুন ২০২১ |
| সভার সময় | সকাল ১১.০০ ঘটিকা |
| স্থান | খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর সভা কক্ষ |
| উপস্থিতি | পরিশিষ্ট-ক |

উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে গণশুনানি শুরু করা হয়। সভাপতি খনিজ সম্পদ ব্যুরো (বিএমডি) কর্তৃক আয়োজিত গণশুনানিতে এই মহামারী করোনা পরিস্থিতিতে সকলকে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণপূর্বক অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সভাপতি সেবার মান উন্নয়ন, স্বচ্ছতা ও জবাজদিহিতা নিশ্চিতকরণসহ সেবা প্রদানকে আরো সহজ এবং গতিশীল করার জন্য সেবাগ্রহীতাদের/অংশীজনদের অংশগ্রহণমূলক গণশুনানি সভা আয়োজনের উপর গুরুত্বারোপ করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর উপপরিচালক জনাব মোঃ মামুনুর রশীদ গণশুনানি সঞ্চালন করেন। গণশুনানিতে বিএমডির বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার, দপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, নিয়মিত গণশুনানি আয়োজনের মাধ্যমে একজন কর্মকর্তা/কর্মচারীর নিজ দায়িত্বের প্রতি দায়বদ্ধতাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। বিএমডি যেহেতু নাগরিক সেবা প্রদানের সাথে সংশ্লিষ্ট সেহেতু নাগরিক সেবাকে আরো অধিকতর সহজ করার জন্য বিএমডি কর্তৃক প্রদত্ত সেবাকে ই-সেবাই রূপান্তরের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ইতোমধ্যে খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর দাপ্তরিক সেবাসমূহ-কে ডিজিটাল সেবায় রূপান্তরের নিমিত্ত এটুআই ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের যৌথ উদ্যোগে 'ই-লাইসেন্স ও লিজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম' সফটয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে।ইজারা প্রত্যাশী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের সকল তথ্যাদি হলনাগাদকরণ করে দরপত্রে অংশ গ্রহণ করতে হবে।

বিএমডির উপপরিচালক বলেন, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের টেম্পলেট অনুযায়ী সিটিজেন চার্টার হালনাগাদ করে ইতোমধ্যে সেবাসমূহ অনলাইন জিআরএস সিস্টেমে (www.grs.gov.bd) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অভিযোগকারী যেন দ্রুততম সময়ের মধ্যে সেবা পায় সে বিষয়টি বিবেচনায় রেখে ইজারা প্রদান সংক্রান্ত যে কোন অভিযোগ দাখিল করতে পারবে।

গণশুনানিতে অংশগ্রহণকারী সেবা প্রত্যাশীদের মুক্ত আলোচনা পর্বে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অংশগ্রহণকারীগণ সাধারণ পাথর/বালু মিশ্রিত পাথর, সিলিকা বালুর অবৈধ উত্তোলনের বিষয়ে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তারা বলেন সরকারের আদেশে সাধারণ পাথর/বালু মিশ্রিত পাথর কোয়ারি ইজারা বন্ধ থাকলেও অবৈধ উত্তোলনকারীগণ কর্তৃক পাথর ও সিলিকাবালু উত্তোলন, অপসারণ ও পরিবহণ বন্ধ নেই। সভাপতি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে সরেজমিন পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দাখিল করতে বলেছেন।

গণশুনানিতে উপস্থিত সাদামাটি/চীনামাটির ইজারা গ্রহিতাগণ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, পরিবেশ অধিদপ্তর হতে গত ২০০৭ সালে প্রকাশিত প্রজ্ঞাপন মোতাবেক "সরকারী, আধা-সরকারী বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন বা দখলাধীন কিংবা ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান বা কোন ব্যক্তি কর্তৃক পাহাড় ও টিলা কর্তন অথবা মোচন নিষিদ্ধ করা

হইল। তবে শর্ত থাকে যে, অনিবার্য প্রয়োজনে, পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণ সাপেক্ষে পাহাড় ও টিলা কর্তন অথবা মোচন করা যাইবে"। তৎপ্রেক্ষিতে খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক সাদামাটি কোয়ারিসমূহের কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। বাংলাদেশ পরিবেশ আইনজীবি সমিতি(বেলা) কর্তৃক দায়েরকৃত রিটপিটিশন নং ১১৩৭৩/২০১৫ এর আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানে কোয়ারি কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। উক্ত রিটপিটিশন এ পরিবেশ সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিধি বিধান প্রতিপালন করে সাদামাটি/চীনামাটি উত্তোলন করা যাবে। পরিবেশ অধিদপ্তরে যোগাযোগ করেও পরিবেশগত ছাড়পত্র পাওয়া যাচ্ছে না মর্মে তারা জানান। এছাড়াও জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের ২০.০২.২০১৭ খ্রি. তারিখের পত্রে "পরিবেশ সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিধি-বিধান প্রতিপালন, প্রাকৃতিক ভারসাম্য হিসেবে টিলা সংরক্ষণ এবং খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ অনুসরণের প্রয়োজনে সাদামাটির কোয়ারিসমূহ হতে সকল প্রকার সাদামাটি উত্তোলন পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত আপাতত বন্ধ রাখার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এ কারণে সাদামাটি কোয়ারি কার্যক্রম এখনও বন্ধ রয়েছে। ইজারা গ্রহিতাগণ সরকারের বিধিবিধান প্রতিপালনপূর্বক সাদামাটি উত্তোলনের ব্যাপারে বিএমডি কর্তৃপক্ষকে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান।

সভাপতি বলেন, দেশে প্রাপ্ত খনিজ সম্পদের (তেল ও গ্যাস ব্যতীত) সুষম ব্যবহার ও উত্তোলন ব্যবস্থাপনা আরও আধুনিকায়নের জন্য সরকার খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ প্রণয়ন করেছে। খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ অনুসরণ করে অনলাইনে কোয়ারি ইজারার জন্য আবেদন করতে সকলকে উৎসাহ প্রদান করা হয়। এছাড়া সীমিত খনিজ সম্পদ অপচয় রোধ ও সুষ্ঠু ব্যবহারের বিষয়ে সকলকে অনুরোধ করা হয়।

সাদামাটি, সাধারণ পাথর/বালু মিশ্রিত পাথর, সিলিকা বালু উত্তোলনের সাথে জড়িতদেরকে পরিবেশের ক্ষতি হয় বা পরিবেশের ক্ষতির সম্ভাবনা আছে এমন কোন কার্যক্রম গ্রহণ না করার অনুরোধ জানানো হয়। পর্যটকদের অসুবিধা হয় এমন কোন কর্মকান্ড যাতে কেউ না করে এবং ইজারা মঞ্জুরি ব্যতিত সাধারণ পাথর/বালু মিশ্রিত পাথর উত্তোলন আইনত দন্ডনীয় অপরাধ বিষয়টি তুলে ধরা হয়।

পরিশেষে, সেবাপ্রত্যাশীগণ গণশুনানিতে অংশগ্রহণ করে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করায় আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। প্রজাতন্ত্রের সেবক হিসাবে আরও সহজে সেবাকে সেবাগ্রহিতার দ্বারপ্রান্তে পৌছে দেওয়ার অঙ্গীকার নিয়ে গনশুনানি অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মোঃ নুরুন্নবী
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)

স্মারক নম্বর: ২৮.০৭.০০০০.০০৪.৩৬.০০১.১৩.২১৮

তারিখ: ১৫ আষাঢ়.১৪২৮
২৯ জুন ২০২১

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার
ক্রমানুসারে নয়) :

১) উপসচিব, প্রশাসন-৩ অধিশাখা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ;
২) উপপরিচালক (প্রশাসন/অর্থ ও পরিকল্পনা), খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি);
৩) উপপরিচালক (খনি ও খনিজ) (চলতি দায়িত্ব), খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি);
৪) সহকারী পরিচালক (ভূতত্ত্ব), খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি);
৫) সহকারী পরিচালক (ভূ-রসায়ন), খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি);
৬) তত্ত্বাবধায়ক, উপপরিচালক (প্রশাসন/অর্থ ও পরিকল্পনা)-এর দপ্তর, খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি);
৭) ইজারাদার/ইজারাগ্রহিতা সিলিকাবালু/সাধারণ পাথর/বালু মিশ্রিত
পাথর/সাদামাটি.....

৮) হিসাবরক্ষক, উপপরিচালক (প্রশাসন/অর্থ ও পরিকল্পনা)-এর দপ্তর, খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি);
৯) ল্যাব এসিসট্যান্ট / টেকনিশিয়ান, উপপরিচালক (খনি ও খনিজ)-এর দপ্তর, খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি);
১০) অফিস কপি।

মোসাঃ মাহবুবা খাতুন
সহকারী পরিচালক (ভূতত্ত্ব)